বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মরতদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণে নির্দেশনা

শিল্প কারখানায় কাজে যোগদানের পূর্বেঃ

১। যানবাহনে আরোহনের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, যেমনঃ জ্বর, কাশি, শ্বাস কষ্ট এবং ডায়রিয়া আছে কিনা তা দেখতে হবে।

২। যানবাহনে বসার সময় পারস্পারিক ন্যূনতম তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

৩। যাত্রার পূর্বে জুতার তলা ব্লিচিং পাউডার গোলানো পানি দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে।

৪। যাত্রাকালীন সময় পরিবহনসমূহে মাস্ক (সার্জিক্যাল মাস্ক অথবা তিন পরত বিশিষ্ট কাপড়ের মাস্ক, যা নাক ও মুখ ভালোভাবে ঢেকে রাখবে) ব্যবহার করতে

৫। যাত্রার পূর্বে এবং যাত্রাকালীন পথে বার বার হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করবেন।

৬। গাড়িটি যাত্রার পুর্বে ৭০% এলকোহোল দিয়ে জীবানু মুক্ত করতে হবে।

৭। কারখানায় কর্মরতদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যেখানে শারীরিক দূরত্ব (ন্যূনতম তিন ফুট) বজায় রেখে অবস্থান করা যাবে।

শিল্প কারখানায় কাজ করার সময়ঃ

১। প্রতিদিন কারখানায় প্রবেশের পুর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা এবং জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া আছে কিনা সেই ইতিহাস নেয়া।

২। যদি কাউকে অসুস্থ পাওয়া যায় তাহলে তাকে আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কর্তৃকক্ষেকে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। কারখানায় প্রবেশদ্বারে পর্যাপ্ত সংখ্যক বেসিন ও সাবানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়া নিশ্চিত করতে হবে। হাত মোছার ক্ষেত্রে একই তোয়ালে বা গামছা শেয়ার করা যাবে না।

৪। শিল্প কারখানায় কাজ করার সময় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে শিফটিং ব্যবস্থা চালু করে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৫। কর্মস্থলে সকলেই অবশ্যই মাস্ক পরিধান করবেন এবং ঘন ঘন সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করবেন। এ ব্যপারে কর্তৃপক্ষ সার্জিক্যাল মাস্ক অথবা তিন পরত বিশিষ্ট কাপড়ের মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬। করোনা প্রতিরোধে বিভিন্ন সাধারন নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি কর্মীদের নিয়মিত মনে করিয়ে দিতে হবে এবং তারা স্বাস্থ্য বিধিসমূহ মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে।

৭। কোন কর্মী করোনা আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা কারখানা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে।

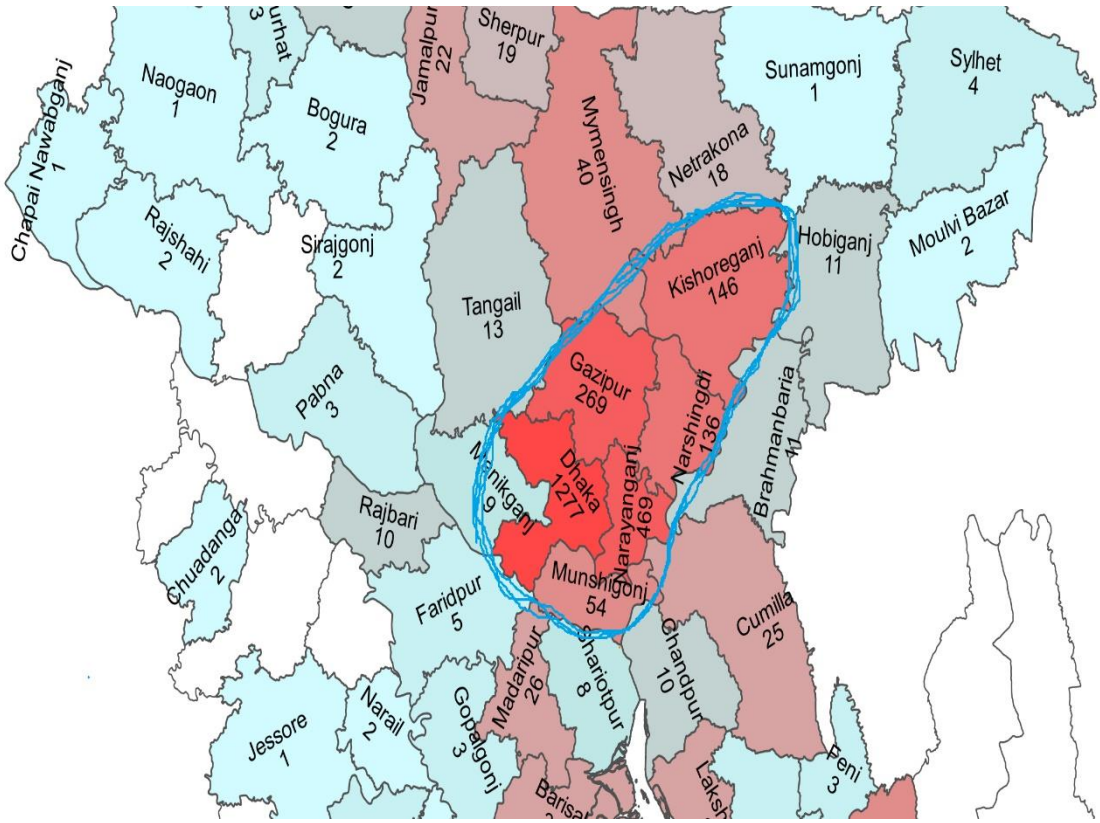

মোট আক্রান্তের প্রায় ৮২% রোগী নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী ও মুন্সিগঞ্জ এই ছয় জেলায় পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং এই জেলায় অবস্থিত কারখানাসমূহের পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।